রিপোর্ট প্রনয়ণকারী ও উপস্থাপনা

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ

সদস্য, নির্বাহী কমিটি

অফিসার্স ক্লাব ঢাকা

ও

চীফ, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কোষ (অবঃ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রবীণ কল্যাণ উপকমিটি

অধ্যাপক ডাঃ এ এন নাসিম উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান
খন্দকার রাকিবুর রহমান, কো-চেয়ারম্যান
জনাব এম এ মজিদ, সদস্য সচিব
জনাব আনিসুল হক, সদস্য
জনাব আবুল কাসেম, সদস্য
জনাব মোঃ শামসুল হক, সদস্য
বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী শাহজাহান, সদস্য
দেওয়ান নকীব আহসান,সদস্য
কৃষিবিদ মোঃ জাফর উল্যা গাজী,সদস্য
ড. কাজী আসাদুজ্জামান, সদস্য
জনাব মোহাম্মদ আলী, সদস্য
জনাব এস এম ফিরোজ আল ফেরদৌস, সদস্য
সৈয়দ রজব আলী, সদস্য
জনাব মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম, সদস্য

জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান, সদস্য

জনাব এস. এম. মোস্তফা কামাল, সদস্য

জনাব ইফতেখাইরুল করিম, সদস্য

সৈয়দ এ. মু’মেন, সদস্য

মোছাঃ মাসুদা বেগম, সদস্য

জনাব মোঃ নুরুদ্দিন সরকার, সদস্য

জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সদস্য

জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৪

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত

বাস্তবায়ন হয়েছে :-

1 ৪০ লক্ষের অধিক ৫০০ টাকা মাসিক ভাতা

৯০ বছর বয়সে ৭৫০ টাকা প্রদান ও বর্তমানে ৮৫০ টাকা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

ভূমিকা: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বর্তমানে বয়স্ক জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। দেশে ১ কোটি ৫৩লাখ প্রবীণ নাগরিক যা ২০৫০ সালে হবে ৩ কোটি ৫০ লাখ প্রবীণ। প্রবীণদের সমস্যা বহুবিধ

নারী প্রবীণ নাগরিকের সবচেয়ে বিশেষ আর্থিক সংকট ও স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, তারা তাদের গোপনীয়তার কারণে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা তাদের ছেলেদের কাছে বলতে পারেনা। বৃদ্ধ নারীদের কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা তীব্র।

সমাজের মধ্যে আচরণ গত পরিবর্তন নিশ্চিত করা যাতে প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান করা হয় এবং তাদের যেন যত্ন নেওয়া হয়। এর কারণ হল আইন এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প গুলি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রবীণ নাগরিকদের মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে। শিক্ষা, জনসচেতনতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের তরুণ প্রজন্মের সাথে সংযুক্ত করার উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়টি প্রচার করা যেতে পারে

সিনিয়র সিটিজেন নীতির লক্ষ্য হল :

- মূলধারার প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক মহিলাদের এবং তাদের জাতীয় উন্নয়নে আনা ।
- আয়ের নিরাপত্তা, হোম কেয়ার পরিষেবা, বার্ধক্য পেনশন, স্বাস্থ্য বীমা স্কিম, আবাসন এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম/সেবা প্রচার করা/ অন্তর্ভুক্ত করা,
- প্রবীণ নাগরিকদের যত্নের বিষয়ে মিডিয়াতে প্রচার করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক যত্নকে শেষ অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

সুপারিশ ও বাস্তবায়ন :

১. ৬০ বৎসর বয়সে সরকার কর্তৃক সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে কার্ড প্রদান করা।

• দেশের বাস, রেলওয়ে ও বিমানে অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধা প্রদান।

. জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হবে জেলা হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সাব-সেন্টার স্তরে ডেডিকেটেড স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা। এই প্রোগ্রামের অধীনে স্বাস্থ্য সেবা সুবিধাগুলি বিনামূল্যে বা উষ্চ ভর্তুকি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো

সরকারি হাসপাতালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কিছু সুবিধার (যেমন পৃথক সারি, বিছানা এবং বয়স্ক রোগীদের জন্য সুবিধা প্রদান করা ।

প্রবীণ নাগরিকদের এই সুবিধাগুলি প্রদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল সহ সমস্ত হাসপাতালকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে আধ্যাদেশ জারি করা ।

এছাড়াও, প্রতিবন্ধী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য মাঝে মাঝে হোম কেয়ার সুবিধা প্রদান করা। বিধবা মাতার ভাতা (সামাজিক বীমা) মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর তারিখে একটি বার্ধক্য পেনশন প্রাপ্ত বা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিকদের তাদের সেবা অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় পুরস্কারের মর্যাদায় আন্তর্জাতিক বয়স্কব্যক্তি দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে এই পুরস্কার গুলি জেলা পর্যায়ে প্রদান করতে হবে।

একটি অনন্য স্কিম যা দরিদ্র প্রবীণ নাগরিকদের জন্য শ্রবণযন্ত্র, ক্রাচ এবং হুইল চেয়ারের মতো অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে শারীরিক সহায়তা প্রদান করা।

সিনিয়র সিটিজেনস সেভিং স্কিম (SCSS) হল একটি সরকার-সমর্থিত সঞ্চয়পত্র যা বাংলাদেশের প্রবীণ নাগরিকদের দেওয়া যায় I

70 বছর বয়সে প্রবীণ নাগরিকদের মাসিক পেনশন প্রতি মাসে ন্যূনতম 1,000 টাকা করা I

২. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে জেলা পার্যায়ে পর্যাপ্ত বৃদ্ধাশ্রম সুবিধা রয়েছে I

স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি সুবিধা বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় জেরিয়াট্রিক পরিচর্যা পরিকাঠামো উন্নত করা

তৃণমূল পর্যায়ে লাইব্রেরি এবং ক্লাবের মতো বিনোদন সুবিধা প্রদান করা

উপসংহার :

প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণের জন্য, সমাজে ইতিমধ্যে বিদ্যমান ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ গুলিকে সুরক্ষিত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। ক্রমবর্ধমান পশ্চিমাকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বাংলাদেশ একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। কঠোর আইন সব সময় সমাজের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন প্রচারে সফল হতে পারেনা। জনসংখ্যাকে বয়স্কদের প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার জন্য উদ্ভাবনী ও কল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং শিক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ধন্যবাদ